মাওয়া-ভাঙ্গায় প্রথম ট্রেনের হুইসেল: উচ্ছ্বসিত পদ্মাপাড়ের মানুষ

প্রথম বারের মতো মাওয়া-ভাঙ্গায় বাজলো ট্রেনের প্রথম হুইসেল। ‘কু ঝিক ঝিক’ ট্রেনের শব্দে উচ্ছ্বসিত পদ্মাপাড়ের বাসিন্দারা। বৃহস্পতিবার ঢাকা থেকে পদ্মা সেতু হয়ে দক্ষিণবঙ্গে চলাচল করছে পরীক্ষামূলক ট্রেন। আগামী ১০ অক্টোবর ঢাকা থেকে ভাঙ্গা পর্যন্ত ট্রেন চলাচলের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী।

মাওয়া-ভাঙ্গায় ট্রেন চলাচল দেখে আবেগ আপ্লুত পদ্মা নদীর দুই পাড়ের মানুষ। অনেকে আনন্দে কেঁদেছেন। কেউ আবার নিজের সন্তানকে দেখিয়েছেন ট্রেন চলাচল। এযেন স্বপ্নকে হাতের মুঠোও পাওয়া। ভাঙ্গার তুজারপুর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান পরিমল চন্দ্র দাস বলেন, আমাদের অনেক দিনের আশা, এই এলাকার মানুষ ট্রেনে চড়ে ঢাকায় যাবেন। অল্প খরচে ও নিরাপদে ঢাকা পৌঁছে দিনের কাজ শেষ করে আবার এলাকায় ফিরে আসবে। শেষ পর্যন্ত আমাদের সেই স্বপ্ন পূরণ হতে যাচ্ছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কারণে। এই অঞ্চলের মানুষ প্রধানমন্ত্রীর কাছে কৃতজ্ঞ।

ভাঙ্গা বাজারের ব্যবসায়ী জাবেদ সরদার নিজের অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন, জীবনে যা দেখতে পারি নাই, সেটা দেখে গেলাম। এই দৃশ্য জীবনে ভুলবো না। আজকে আমাদের আনন্দের দিন। ভাঙ্গা কলেজ পাড় এলাকার বাসিন্দা নাঈম ভুইয়া বলেন, পরীক্ষামূলক ট্রেনে চড়ে ভিষণ আনন্দিত। বললেন, শেখ হাসিনা যা করে দিয়েছেন তা কোনদিন শোধ করার নয়। আল্লাহ তাকে আরও বহু বছর বাঁচিয়ে রাখুন। আমাদের এলাকা বদলে গেছে।

ভাঙ্গার ঘারোয়া ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান সফি উদ্দীন মোল্লা বলেন, আমাদের একটা স্বপ্নের পদ্মা সেতু, সেই সেতুতে রেল সংযোগ দেওয়ার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। তার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করি। তিনি বলেন, এই রেল চালু হওয়ায় আমাদের এলাকার আমুল পরিবর্তন হবে। আমাদের এলাকার কৃষকরা লাভবান হবেন। তাদের উৎপাদিত সবজি সহজেই রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় পৌঁছে যাবে। নগরবাসী কম

দামে টাটকা সবজি খেতে পারবেন।

ঘারোয়া ইউনিয়ন পরিষদের বর্তমান চেয়ারম্যান মো. মনসুর মুন্সি বলেন, আজকে অনেক ভালো লাগছে। এজন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যাবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। তার কারণেই আজ এ অঞ্চলের মানুষ যোগাযোগের ক্ষেত্রে আধুনিক সুবিধা পেয়েছেন। সড়ক সেতুর পর এখন ট্রেনও চালু হওয়ার পথে। এটা আমাদের বড় প্রাপ্তি। প্রার্থনা করি আল্লাহ প্রধানমন্ত্রীকে দীর্ঘ জীবন দান করুন।

স্থানীয়রা বলেন, পদ্মা সেতু দিয়ে ট্রেন চালুর কারণে যে শুধু মানুষের যাতার্য়াতের সুবিধা হবে তা কিন্তু নয়। এর ফলে এই অঞ্চলের অর্থনীতির চিত্র পাল্টে যাবে। দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পঞ্চিমাঞ্চলের কৃষক এতদিন উৎপাদিত পণ্য নিজের এলাকাতেই বিক্রি করতেন। এখন সেগুলো পৌছে যাবে দেশের এক স্থান থেকে আরেক স্থানে। এতে করে অর্থনৈতিকভাবে মানুষ স্বাবলম্বি হবেন। এ কৃতিত্ব প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার। তার কারণেই এই অঞ্চলের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন হতে যাচ্ছে। পদ্মা সেতু চালুর পর মানুষের ভাগ্যের চাকা পাল্টে গেছে। এখন ট্রেন চলাচল শুরু হলে কম খরচে পণ্য পরিবহন করা যাবে।

বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা ৭ মিনিটে ঢাকার কমলাপুর থেকে ছেড়ে যাওয়া পরীক্ষামূলক ট্রেনটি দুপুর সোয়া ১২টার দিকে ভাঙ্গা স্টেশনে পৌঁছে যায়। এ যাত্রায় ৬ দশমিক ১৫ কিলোমিটারের পদ্মা সেতু পাড়ি দিতে ট্রেনটির সময় লাগে মাত্র সাত মিনিট।

কমলাপুর ছাড়ার আগে রেলমন্ত্রী নুরুল ইসলাম সুজন সাংবাদিকদের বলেন, পদ্মা সেতুতে রেল যুক্ত হওয়ায় শুধু দক্ষিণাঞ্চল নয়, সারা দেশের মানুষ এর সুফল পাবে। দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের জীবনে যুগান্তকারী পরিবর্তন বয়ে আনবে। আমরা যেভাবে রেলের নেটওয়ার্ক সম্প্রসারিত করছি, এর সুফল দেশের মানুষ পাবে।

রেলওয়ে সূত্রে জানা গেছে, যশোর পর্যন্ত ১৬৯ কিলোমিটার রেলপথ নির্মাণসহ পদ্মা সেতু রেল সংযোগের পুরো প্রকল্পের কাজ ২০২৪ সালে জুনের মধ্যে শেষ হবে। ইতিমধ্যে ঢাকা থেকে ভাঙ্গা পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে। এ কারণে আগামী ১০ অক্টোবর ঢাকা থেকে ভাঙ্গা পর্যন্ত ট্রেন চলাচলের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী। এ বিষয়ে পদ্মা রেল সংযোগ প্রকল্পর পরিচালক মো. আফজাল হোসেন বলেন, পুরো প্রকল্পের কাজ ২০২৪ সালের জুনের মধ্যে শেষ হবে। ইতিমধ্যে মাওয়া থেকে ভাঙ্গা পর্যন্ত অংশের কাজ শেষ

হয়েছে।

প্রকল্প সূত্র জানা গেছে, পদ্মা সেতু হয়ে ঢাকা-যশোর পর্যন্ত তিনটি অংশে রেলপথটি নির্মাণ করা হচ্ছে। এর মধ্যে ঢাকা-যশোর পর্যন্ত ১৬৯ কিলোমিটার মেইন লাইন, ঢাকা-গেন্ডারিয়া পর্যন্ত ৩ কিলোমিটার ডাবল লাইন, লুপ, সাইডিং ও ওয়াই-কানেকশসসহ মোট ২১৫ দশমিক ২২ কিলোমিটার ব্রড গেজ রেললাইন নির্মাণ করা হচ্ছে।

গত বছর ২৬ জুন পদ্মা সেতু যানবাহন চলাচলের জন্য খুলে দেয়া হয়। পদ্মা সেতুর উদ্বোধনের প্রায় তিন মাস পর গত বছর ২০ আগস্ট পদ্মার মূল সেতুর জাজিরা প্রান্তে রেললাইন বসানোর কাজের উদ্বোধন করেন রেলমন্ত্রী। মূল এবং দুপাশের ভায়াডাক্ট মিলিয়ে পদ্মা রেলসেতুর দৈর্ঘ্য ৬ দশমিক ৬৮ কিলোমিটার। রেলসেতুতে আটটি মুভমেন্ট জয়েন্ট রয়েছে। বিশেষ তাপমাত্রায় মুভমেন্ট জয়েন্টের ইস্পাতের স্লিপারগুলো চীন থেকে তৈরি করে আনা হয়েছে বলে সংশ্লিষ্টরা জানান।

পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্পটি ২০১৬ সালের ডিপিপি অনুমোদনের সময় ব্যয় ধরা হয়েছিল ৩৪ হাজার ৯৮৮ কোটি ৮৬ লাখ টাকা। মেয়াদ ধরা হয়েছিল ২০২২ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত। কিন্তু ২০১৯ সালের এপ্রিলে প্রকল্পের ব্যয় আরও ৪ হাজার ২৬৯ কোটি ২৭ লাখ টাকা বৃদ্ধি করে ব্যয় নির্ধারণ করা হয় ৩৯ হাজার ২৫৮ কোটি ১৩ লাখ টাকা। এছাড়া ২০২৪ সালে জুনে প্রকল্পের মেয়াদ বাড়ানো প্রস্তাব অনুমোদন দেয় একনেক।
জিটুজি ভিত্তিতে প্রকল্পের অর্থায়নে করছে চায়না এক্সিম ব্যাংক। এর মধ্যে এক্সিম ব্যাংকের ঋণ সহায়তা হচ্ছে ২১ হাজার ৩৬ কোটি ৬৯ লাখ টাকা। বাকি ১৮ হাজার ২২১ কোটি ৪৪ টাকা ব্যয় হবে সরকারি তহবিল থেকে। মূল প্রকল্পে ৩৪ হাজার ৯৮৮ কোটি টাকার মধ্যে সরকারি অর্থায়ন ছিলো ৯ হাজার ৯৫৩ কোটি ৬৯ লাখ টাকা। প্রকল্পটিতে সরকারি অর্থায়ন ১৮ হাজার ২২১ কোটি ৪৪ লাখ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া চীন সরকার জি-টু-জি পদ্ধতিতে ২১ হাজার ৩৬ কোটি ৬৯ লাখ টাকা অর্থায়ন করতে সম্মত হয়েছে। যা আগে ছিল ২৪ হাজার ৭৪৯ কোটি টাকা। ২০১৮ সালের এপ্রিলে চীনের সঙ্গে চূড়ান্ত ঋণচুক্তি হয়। এর দুই বছর আগে কমার্শিয়াল চুক্তি হয়েছিল। প্রকল্পের নির্মাণ কাজ করছে চীনা ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান সিআরইসি।
থাকছে ২০টি স্টেশন

পদ্মারেল সংযোগ প্রকল্পে কমলাপুর থেকে যশোর পর্যন্ত ২০টি

স্টেশন নির্মাণ করা হচ্ছে। এর মধ্যে ১৪টি স্টেশনই হবে নতুন। পুরোনো ছয়টি স্টেশনকে ঢেলে সাজানো হচ্ছে আধুনিক ও যুগোপযোগী করে। কেরানীগঞ্জ ও মুন্সীগঞ্জের নিমতলায় নতুন দুটি স্টেশন নির্মাণ করা হচ্ছে। এছাড়া মুন্সীগঞ্জের শ্রীনগর ও মাওয়া স্টেশন নির্মাণ প্রায় শেষ পর্যায়ে। মাওয়া স্টেশনের পরে পদ্মা সেতু পার হয়ে শরীয়তপুরের জাজিরায় নির্মিত হচ্ছে ‘পদ্মা স্টেশন’। পদ্মা স্টেশনের পরে শরীয়তপুরে ‘শিবচর স্টেশন’।

ফরিদপুরের ভাঙ্গায় উন্নত দেশের আদলে নির্মাণ করা হচ্ছে জংশন। ভাঙ্গা থেকে একটি লুপ লাইন ফরিদপুর সদর ও অন্য একটি লুপ লাইন নাগরকান্দা পর্যন্ত যাবে। প্রকল্পের আওতায় নাগরকান্দায় স্টেশন নির্মাণ করা হচ্ছে। এরপরে গোপালগঞ্জের মকসুদপুর ও মহেশপুরে নির্মিত হবে দু’টি রেলস্টেশন। এছাড়া নড়াইলের লোহাগড়া, নড়াইল সদরে একটি করে স্টেশন নির্মাণ করা হবে। যশোরের জামদিয়া ও পদ্মবিলে দুটি নতুন স্টেশন নির্মাণ করা হবে বলে প্রকল্প সূত্রে জানা গেছে।

প্রকল্পের আওতায় বিদ্যমান ছয়টি রেলস্টেশন ঢেলে সাজানো হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ঢাকার কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন। এছাড়া গেন্ডারিয়া ও ফরিদপুরের ভাঙ্গা স্টেশন নান্দনিক করে গড়ে তোলা হচ্ছে। সংস্কার করা হচ্ছে গোপালগঞ্জের কাশিয়ানি, যশোরের সিংগাই ও রূপদিয়া স্টেশন।

মুজিবনগরে ৪ গ্রাম হেরোইনসহ যুবক আটক

৪ গ্রাম হেরোইনসহ জুয়েল রানা (২৮) নামের এক যুবককে আটক করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ। জুয়েল রানা মুজিবনগর উপজেলার আনন্দবাস গ্রামের পশ্চিমপাড়ার হাছান আলীর ছেলে।

বুধবার দিবাগত রাত ১১ টার দিকে মুজিবনগর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) খালিদুর রহমান সংগীয় ফোর্সসহ তার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে জুয়েল রানাকে আটক করেন। এসময় তার কাছ থেকে ৪ গ্রাম হেরোইন জব্দ হয়।

এঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মুজিবনগর থানায় একটি মামলা দেওয়া হয়েছে। আটক জুয়েল রানাকে আজ বৃহস্পতিবার (৭ সেপ্টেম্বর) সকাল ১১ টার দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ৭

মেহেরপুরে পুলিশের ১২ ঘন্টার অভিযানে বিভিন্ন মামলা ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ৭ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে সদর থানা পুলিশের অভিযানে ১৫১ ধারায় ১ ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলায় ১ জন, গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে আদারস মামলার ৩ আসামি ও মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে মাদক মামলার ২ আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

বুধবার দিবাগত রাতে আজ বৃহস্পতিবার ভোররাত পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন স্থানে পুলিশের পৃথক অভিযানে এসব আসামি গ্রেফতার হন। মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক ও

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসের নেতৃত্বে এই অভিযান পরিচালিত হয়।
আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১১ টার দিকে গ্রেফতারকৃতদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনীতে ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে আলোচনা সভা

“নিজ আঙ্গিনা পরিস্কার রাখি, ডেঙ্গু মুক্ত বাংলাদেশ গড়ি, জমা পানি সর্বনাশা,এডিস মশা বাধে বাসা, তিনদিনে একদিন, জমা পানি দিন” এ প্রতিপাদ্যে ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধে জনসচেতনতা মুলক র্যালী ও আলোচনা সভা করেছে গাংনী উপজেলা প্রশাসন।

বৃহস্পতিবার বেলা ১১ টার সময় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সাজিয়া সিদ্দিকা সেতু।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এমএ খালেক।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন গাংনী পৌরসভার মেয়র আহম্মেদ আলী,গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্মকর্তা সুপ্রভা রানী।

আলোচনা সভায় গাংনী উপজেলার বিভিন্ন অফিসের কর্মকর্তা ও সাংবাদিকবৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠান শুরুতে একটি র্যালী গাংনী উপজেলা পরিষদ থেকে বের হয়ে প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

মেহেরপুরে প্রায় ৪ কেজি গাঁজাসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন র্যাব—১২ মেহেরপুর ক্যাম্প অভিযান চালিয়ে ৩ কেজি ৯শ গ্রাম গাঁজাসহ সেলিম সর্দার (৩৮) নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে।

আটক মাদক ব্যবসায়ী সেলিম সর্দার কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলার পিপলবাড়িয়া গ্রামের লুৎফর সর্দারের ছেলে।

আজ বৃহস্পতিবার (৭ সেপ্টেম্বর) সকাল ১০ টার দিকে গাংনী উপজেলার সীমান্তবর্তি কাজিপুর গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাকে গাঁজাসহ আটক করেন। এসময় তার ব্যবহৃত বিদ্যুৎ চালিত ইজিবাইক ও একটি মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়েছে।

র্যাব—১২ সিপিসি—৩ এর মেহেরপুর ক্যাম্প কমান্ডার সহকারি পুলিশ সুপার মনিরুজ্জামান এই তথ্য নিশ্চিত করে বলেছেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিবতে কাজিপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে গাঁজাসহ সেলিম সর্দারকে আটক করা হয়েছে। এঘটনায় গাংনী থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দিয়ে সোপর্দ করা হয়েছে।

গাংনীর সহগলপুরে হেরোইনসহ দুই মাদক ব্যবসায়ী আটক

মেহেরপুরের গাংনীর উপজেলার সহগলপুরে ৪ গ্রাম হেরোইনসহ দুই মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে ধলা পুলিশ ক্যাম্প।

বুধবার রাতে আটকের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ধলা পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (এসআই) তৈৗহিদুল ইসলাম।

বুধবার রাতে সহগলপুরে ধলা পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (এসআই) তৈৗহিদুল ইসলামের নেতৃত্বে সঙ্গিও ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়। আটক কৃতরা হলেন,গাড়াবাড়ীয়া গ্রামের আঃ রাজ্জাকের ছেলে রাজীব (২৩) ও আমির আলির ছেলে শাওন (১৯) । তারা দুজনেই চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ী বলে জানিয়েছে পুলিশ।

পুলিশ জানায়, প্রকাশ্যে হেরোইন বিক্রি করছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান পরিচালনা করা হয়। এসময় পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে পালানোর চেষ্টাকালে তাকে আটক করে, দেহ তল্লাশি করে ৪ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়।

ধলা পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (এসআই) তৈৗহিদুল ইসলাম জানান, মাদক বিক্রির সময় হাতে নাতে তাদের আটক করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে গাংনী থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে সৈয়দা মোনালিসা ইসলামের উঠান বৈঠক

শেখ হাসিনার উন্নয়নের ধারা পৌঁছে দিতে মেহেরপুর জেলা মহিলা লীগের উদ্যোগে উঠান বৈঠকের আয়োজন করা হয়।

গতকাল বুধবার বিকেলে হালদার পাড়ার ভৈরব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে উঠান বৈঠকের আয়োজন করা হয়।

বাংলাদেশ যুব মহিলা লীগ মেহেরপুর শাখার সাধারণ সম্পাদিকা রুথ শোভা মন্ডলের সঞ্চালনায় মেহেরপুর পৌরসভার ২নং ওয়ার্ড যুব মহিলা লীগের সভাপতি নুরনাহার বেগমের সভাপতিত্বে উপস্থিত ছিলেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপির পত্নী এবং মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য সৈয়দা মোনালিসা ইসলাম।

অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলার সভানেত্রী সামিউল বাসিরা পলি, মেহেরপুর পৌরসভার সভা নেত্রী রোকসানা কামাল রনু, ৭নং ওয়ার্ড সভাপতি চম্পা, মুজিবনগর উপজেলার সভানেত্রী তহমিনা খাতুন সহ বিভিন্ন নেত্রী ও কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

চারু শিল্পি তারিনের আত্মহত্যা

না কী হত্যা ?

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বেতবাড়িয়া গ্রামের সেই চারু তারিণের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ বুধবার দুপুরে তার কুষ্টিয়ার ভাড়াবাসা থেকে ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।

তারিন গাংনী উপজেলার বেতবাড়িয়া গ্রামের মশিউর রহমান ওরফে হাসান আলীর মেয়ে। তার স্বামী নবীন এর বাড়ি কুমিল্লাতে। ব্যবসায়ীক সূত্রে কুষ্টিয়া শহরে বসবাস করেন। তারিণের দুই বছর আগে বিয়ে হয়। বর্তমানে তার একটি শিশু রয়েছে।

তবে, তার ফেসবুকের দুটি স্ট্যাটাস মানষের মনে সন্দেহের উদ্র্যেক দেখা দিয়েছে। এটি হত্যা নাকি আত্মহত্যা এ নিয়ে শুরু হয়েছে জল্পনা কল্পনা।

তবে, তারিনের ছোট চাচা মাসুদ জানিয়েছেন, এটি আত্মহত্যা নয়। স্বামী নবীন ও তার প্রথম স্ত্রী তাকে হত্যা করে আড়ার সাথে ঝুলিয়ে রেখে আত্মহত্যা বলে চালানোর চেষ্টা করছে।এছাড়া তার স্বামী ও প্রথম স্ত্রী মিলেই তারিনের মোবাইল ফোন থেকে ফেসবুকে নানা ধরনের স্ট্যাটাস দিয়েছে। এটা একটা সাজানো নাটক। সুষ্ঠ তদন্ত করে বিচারের মুখোমুখি দাঁড় করানো হবে তার স্বামীকে।

এঘটনায় কুষ্টিয়াতে মামলা করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন তারিনের পরিবার।

উল্লেখ্য, তারিনের ফেসবুকে স্ট্যাটাস ছিল ভালোবাসি তোমাকে দাদি, আমি ছুটি পেয়েছি এবার তোমার কাছে আসছি।

উল্লেখ্য, তারিন বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ছবি একে টেলিভিশন, প্রিন্ট ও অনলাইন মিডিয়াতে সাড়া ফেলেছেন। তাকে বিভিন্ন সংস্থা থেকেও বিভিন্ন ভাবে এ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়েছে। এছাড়া তার সম্পাদনায় কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছে। এলাকায় তাকে চারু তারিন নামেই চেনে।

এদিকে, তারিনকে নির্যাতনকারী স্বামী নবিনের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছেন ও তাঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন মেহেরপুর প্রতিদিনের প্রকাশক এম এ এস ইমন, সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন, সঙ্গীত শিল্পি শাফিনাজ আরা ইরানি, শামিম জাহাঙ্গীর সেন্টু, জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি তোজাম্মেল আযম, সম্পাদক মাহাবুব চান্দু,

মুক্তিযোদ্ধার সন্তান মাহবুবুল হক মন্টু, সাহিত্যিক ও প্রবন্ধকার সহযোগী অধ্যাপক আবদুল্লাহ আল আমিন ধুমকেতু. জেলা শিল্পকলা একাডেমির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আনোয়ারুল হক কালু, অরণি থিয়েটারের সভাপতি নিশান সাবের, সম্পাদক আতিক স্বপন, সাহিত্য পরিষদের সভাপতি নুরুল আহমেদ, প্রবীণ চারুশিল্পী গোলাম মোস্তফা, চারুশিল্পী বাকা বিল্লাহ, সাংস্কৃতিক কর্মী অনল,সুমন, চমক,বাবু, অঞ্চল প্রমূখ।

মেহেরপুরে শহিদুল ইসলাম পেরেশানের গণসংযোগ

শেখ হাসিনা কে আবারো ক্ষমতায় রাখতে ও উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রেখে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে মেহেরপুর জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক শহিদুল ইসলাম পেরেশানের গণসংযোগের আয়োজন করা হয়।

আজ বুধবার বিকেলে মেহেরপুর সদর উপজেলা ৮নং ওয়ার্ড সুবিদপুর আওয়ামী যুবলীগের উদ্যোগে গণসংযোগের আয়োজন করা হয়।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক আতিক স্বপনের সঞ্চালনায় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি এর সভাপতি ও জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান গোলাম রসুল, মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের শিক্ষা ও মানবসম্পদ বিষয়ক সম্পাদক এম এ এস ইমন, মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী যুবলীগের সভাপতি কামরুল হাসান চাদু, সদর থানা যুবলীগের যুগ্ন আহবায়ক সাজেদুর রহমান সাজু কুতুবপুর ইউনিয়ন আওয়ামী যুবলীগের সেক্রেটারির রায়হান উদ্দিন মন্টু
সহ বিভিন্ন নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে শ্রী কৃষ্ণের জন্মাষ্টমীতে আলোচনা সভা ও প্রার্থনা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের যুগবতার ভগবান শ্রী কৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উপলক্ষে আলোচনা সভা ও প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার সকাল ১১ টায় ধর্ম মন্ত্রণালয়ের অধিনস্ত হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট মেহেরপুর জেলা শাখার আয়োজনে মেহেরপুর শহরের মল্লিক পাড়ায় মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম, মেহেরপুরের সহকারী পরিচালকের কার্যালয়ে এই প্রার্থণা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এড. শম্ভুনাথ রায়ের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক মোঃ শামিম হোসেন। জয়ন্ত কুমার সাহার সঞ্চালনায় এসময় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ পুজা উৎযাপন কমিটি মেহেরপুর জেলা শাখার নেতৃবৃন্দ এবং মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম, মেহেরপুরের সাথে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা।

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মোঃ শামিম হোসেন বলেন, ‘আমাদের দেশে আগে হিন্দু মুসলিম সম্প্রীতির যে দৃঢ় বন্ধন ছিলো মাঝে কিছু কারণে সে বন্ধনের দৃঢ়তা কমে গিয়েছিল, শেখ হাসিনার নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপে এই বন্ধন আবার দৃঢ় হচ্ছে। আমাদের সন্তানদের জাত পাত ও ধর্মীয় বিভেদের উর্ধ্বে রেখে মানুষ হিসেবে গড়ে তেলার দ্বায়িত্ব আমাদেরই। ‘

পরে দেশ ও জাতির মঙ্গল কামনা করে জন্মাষ্টমী উপলক্ষে গীতাপাঠ, পুজার্চনাসহ ধর্মীয় রীতিতে প্রার্থনা করা হয়।